যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখঃ ২৬-০২-২০২৩ (পৃঃ ১৩)

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ড. আমীরুল ইসলামের অবদান

কৃষিপ্রযুক্তির সুবাদে আজ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। ড. আমীরুল ইসলামের জীবনীতে আমরা বুঝতে পারব দেশের আজকের আধুনিক, স্বনির্ভর কৃষির গোড়াপত্তনটা কীভাবে হয়েছিল। কী অবদান ছিল এই প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর! ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে নোয়াখালীর সেনবাগে উপজেলার অর্জুনতলা গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে রসায়ন শাস্ত্রে যথাক্রমে বিএসসি অনার্স এবং এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম রসায়নশাস্ত্রের বিএসসি অনার্স কোর্সে প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। তিনি ক্যারিয়ারের শুরুতে অল ইন্ডিয়া করপোরেশনে চাকরি করার পর ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে থেকে ১৯৪৯ সালে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে পিএইচডি লাভ করেন। ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে সিনিয়র লেকচাররার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫০-১৯৬১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কৃষি রসায়নবিদ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মৃত্তিকা শ্রেণি বিন্যাসের অগ্রদূত। এছাড়া তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কৃষকের জমিতে সার নিয়ে পরীক্ষা কার্যক্রম এবং সার প্রয়োগ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা। তিনি ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত মৃত্তিকা জরিপ বিভাগের প্রথম পরিচালক এবং মহাপরিচালক ছিলেন। তিনি মৃত্তিকা সংক্রান্ত আধুনিক জরিপ কাজ শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিভাগের পরিচালক হিসেবে যোগ দান করেন। এরপর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১-৭২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। –বিজ্ঞপ্তি